প্রথম আলো

তারিখ OCT. 22, 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন না মেনে ঢালাও নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে

ফেরদৌস আহমাদ

জোট সরকারের শেষ সময়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাও নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এসব নিয়োগ চূড়ান্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসরণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অস্থায়ী ভিত্তিতে (অ্যাডহক) লোক নিয়োগের কথা উল্লেখ না থাকলেও ইতিমধ্যেই আটজন কর্মকর্তা এবং ৮৬ জন কর্মচারীকে অস্থায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ৪(৫) ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ ও মতামতের ভিত্তিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগ চূড়ান্ত করার কথা। অথচ এ আইনকে পাশ কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাতজন শিক্ষক, ২৫ জন কর্মকর্তা এবং ১২৪ জন কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এসব নিয়োগ চূড়ান্ত করতে গত বুধবার থেকে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার শুরু হয়েছে। ঈদের ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে সাক্ষাৎকার চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

অভিযোগ উঠেছে, অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স, মেধা, যোগ্যতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়নি। গ্রন্থাগারের নৈশপ্রহরী পদে নিয়োগের বয়সসীমা ৩০ বছর হলেও গত ২৫ জুন প্রায় ৫০ বছর বয়সী আবুল সোবহানকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য কমপক্ষে ১০ দিন সময় দিতে হবে। কিন্তু এ নিয়মটিও এ ক্ষেত্রে মানা হয়নি। ৩০ সেপ্টেম্বর উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে তিনজন এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে চারজন প্রভাষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এতে প্রার্থীদের নয় দিনের মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়। আর ১ অক্টোবর প্রকাশিত অপর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মাত্র ছয় দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, গ্রন্থাগারিক, উপ-রেজিস্ট্রার, সহকারী পরিচালক ও একান্ত সচিব পদে আগ্রহীদের আবেদন করতে বলা হয়।

শিক্ষকদের সংগঠন 'সচেতন শিক্ষক সমাজ' বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগ বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ নেওয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া আবেদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং অস্থায়ী নিয়োগ দিয়ে কর্তৃপক্ষ নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এম ফারুক এ ব্যাপারে প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।